FEB. 4 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা -৫- কলাম -৩-

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের ডিউপার্ট নিয়ে চলছে তুঘলকি কাণ্ড!

মাসুদ কামাল

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের ডিউপার্ট বা সংশোধনী নিয়ে তুঘলকি কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। প্রায় দু'কোটি টাকা ব্যয়ে আড়াই কোটিরও বেশি বইয়ের যে সংশোধনী ছাপা হচ্ছে, তার কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, উদ্ভট এই পরিকল্পনার কারণে সরকারের দু'কোটি টাকা অপচয়ের পাশাপাশি আড়াই কোটি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনেও দেখা যাবে প্রতিবন্ধকতা।

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১২টি বইয়ের ডিউপার্ট বা সংশোধনী দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেক্সট বুক বোর্ড। বোর্ডের বক্তব্য অনুযায়ী ৯টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনাসংবলিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অপর ৩টি বিষয়ের পুস্তকের কিছু অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে জানা গেছে, দেশের কোথাও এখন পর্যন্ত এসব ডিউপার্ট পাঠানো হয়নি। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, এপ্রিল-মের আগে ডিউপার্টগুলো পাঠানোর কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁর মতে, এই বিলম্বের কারণে ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কারণ ডিউপার্টগুলো বইয়ের মাঝামাঝি কোন না কোন অধ্যায়ের জন্য। সেসব অধ্যায় মে-জুনের আগে সাধারণত পড়ানো হয় না। একাধিক স্কুলশিক্ষক অবশ্য উক্ত কর্মকর্তার বক্তব্যকে বাস্তবতাবিবর্জিত বলে অভিহিত করেছেন। একজন শিক্ষক জানান, প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ২, ৩, ৭, ১৮ পাতার সংশোধনী দেয়া হচ্ছে। এ পৃষ্ঠাগুলো তো একেবারে প্রথম সপ্তাহ থেকেই পড়াতে হবে।

ডিউপার্টের আয়তন এবং বিষয়বস্তু নিয়েই বিতর্ক দেখা দিয়েছে বেশি। কোন কোন ডিউপার্ট মাত্র ১ পৃষ্ঠার। প্রথম শ্রেণীর বাংলা, তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), ৫ম শ্রেণীর ইংরেজী—এসব বইয়ের সংশোধনী কেবল একটি মাত্র লুজ শীটে ছাপা হয়েছে। এভাবেই বছরের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসব খোলা পাতা সরবরাহ করা হবে ছোট ছোট শিশুর কাছে। হঠাৎ পাওয়া এ রকম একটি পাতা প্রথম বা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের হাতে পড়লে কি হবে তার অন্তিম গতি, উপলব্ধি করা যায় সহজেই। এ রকম খোলা পাতা ছাড়াও ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ কিংবা ১২ পৃষ্ঠার সংশোধনীও রয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)-এর সংশোধনীপত্র ১২ পৃষ্ঠার। পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু সংশোধনী যেমন আছে; তেমনি আছে একেবারে নতুন কিছু অধ্যায়। স্ট্যাপলিং করে কোন রকমে আটকে দেয়া আছে পৃষ্ঠাগুলো। নতুন অধ্যায়গুলো এমনভাবে মুদ্রিত হয়নি যাতে সহজেই নতুন বইয়ের মধ্যে সেগুলোকে গেঁথে দেয়া সম্ভব। ফলে পুরনো বইয়ের মধ্যে হাতে লিখে সংশোধনীগুলো লিখে নেয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমন সহজ নয় আলাদাভাবে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা। শিক্ষক অভিভাবকদের মতে, এসব ডিউপার্ট আলাদাভাবে বিতরণের দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে সেসব হারিয়ে যেতে বাধ্য।

ডিউপার্টের বিষয়বস্তু নিয়েও নানা ধরনের কৌতুককর মন্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ২ এবং ৩ পৃষ্ঠার সংশোধনীর দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ২নং পৃষ্ঠার সংশোধনী করতে গিয়ে ডিউপার্টে লেখা হয়েছে— "আমি ও আমার পড়ার সাথীরা শীর্ষক মৌখিক পাঠে শেষোক্ত দুই খেলার সাথীর মধ্যে 'আমি ফরিদ'—এর পরিবর্তে হবে 'আমি উলামং' এবং ফরিদের ছবিটি একজন আদিবাসী/উপজাতি শিশুর ছবি বলে ধরে নিতে হবে।" ৩নং পৃষ্ঠার তথ্য সংশোধনের জন্য প্রথম শ্রেণীর শিশুদের প্রতি ডিউপার্টের মাধ্যমে বোর্ডের পরামর্শ হচ্ছে— "আমরা কী কী কাজ করি পর্যায়ে 'আমরা সালাম করি'—এর স্থলে হবে 'আমরা স্কুলে যাই' এবং সালাম করার ছবিটি স্কুলে যাওয়ার ছবি বলে ধরে নিতে হবে।" প্রথম শ্রেণীর একজন শিশু ফরিদের ছবিকে কিভাবে আদিবাসী বা উপজাতি শিশুর ছবি হিসাবে ধরে নেবে কিংবা সালাম করার ছবিকে স্কুলে যাওয়ার ছবি হিসাবে কল্পনা করবে— তা মোটেই বোধগম্য নয়! প্রতিটি ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকেই এ রকম নানা ধরনের উদ্ভট সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মতে, ডিউপার্টের মাধ্যমে আসলে তেমন কোন লাভই হবে না, পুরনো বই যারা পাবে তারা সংশোধন ছাড়াই পড়ালেখা করবে। ফলে পুরো একটি প্রজন্মের পড়ালেখাই শুরু হবে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে।

ডিউপার্টসংক্রান্ত এসব বিষয়ে বোর্ডের কোন মতামত অবশ্য পাওয়া যায়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়েই মন্তব্য করতে রাজি নয়। তবে জনকণ্ঠে গত ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে বোর্ড যে লিখিত বক্তব্য দিয়েছে তাতে ডিউপার্ট বিষয়ে তাদের 'যুক্তি'সমূহ প্রকাশিত হয়েছে।